# “□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□”—□□□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□□ □□□□□□□□ (□□ □□□□□) □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□-□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□

---

“স্বৈরাচারী হাসিনার পতনে দেশের গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে”-আসাদুজ্জামান বাবলু

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৭৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গাংনীতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করেছে উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন।

আজ শুক্রবার (১৬ আগস্ট) বিকালে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে সাহারবাটি ইয়ূথ ক্লাব চত্ত্বরে এই মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

সাহারবাটি গ্রাম বিএনপি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু।

সাহারবাটি গ্রাম বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাহারবাটি কৃষকদলের সভাপতি জাহিদুল হক রাজুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু, বিএনপি নেতা শাজাহান সেলিম, আশাদুল ইসলাম আশা, সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির ৯ ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতি গোলাম রহমান, সাহারবাটি ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারন সস্পাদ আবুল কালাম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সস্পাদক এম রাশেদুল ইসলাম রাশেদ, গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি জুনায়েদ আহমেদ, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিবুল ইসলাম। এসময় বিএনপি ও অঙ্গ সংঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, হাজারো ছাত্র তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এই দেশকে দ্বিতীয় দফায় স্বাধীন করেছে। ছাত্রদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের সেই স্বাধীনতা ধরে রাখতে হবে। এখন প্রতিশোধ নয়, সবাইকে নিয়ে দেশ গড়তে হবে।
তিনি আরো বলেন, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতনে দেশের গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে।

খালেদা জিয়া সুস্থ হয়ে আবারও ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে দেশ পরিচালনা করবেন। তারেক রহমান দেশে ফিরে গণমানুষের কাণ্ডারি হবেন।

এসময় শহিদ ছাত্রদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এছাড়া মাহফিল থেকে দেশ-জাতির মঙ্গল ও খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

বিএনপির খণ্ড খণ্ড মিছিল গাংনী উপজেলা শহর জনসমুদ্রে পরিণত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের বিচারের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির তিনটি গ্রুপ পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা গাংনী উপজেলা শহরে অবস্থান করেন। পরে একে একে গোটা এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

যার কারণে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মিছিল থেকে গণহত্যার দায়ে বিএনপি ও ছাত্র-জনতা শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের ফাঁসি দাবি করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকা থেকে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে হাসপাতাল বাজার হয়ে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে (অস্থায়ীভাবে স্থাপিত) এসে শেষ হয়।

বিএনপি নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা বিষয় সহসভাপতি আব্দুর রউফ, নাসির উদ্দিন, গাংনী পৌরসভার কমিশনার নাছির উদ্দীন, সাবেক কমিশনার আব্দুল্লাহেল মারুফ পলাশ, বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা ছাত্র দলের

হবে।

নিরীহ ছাত্র-জনতাকে হত্যাকাণ্ডের দায়ে খুনি শেখ হাসিনাসহ তার সহযোগীদের ফাঁসির দাবি জানান তারা।

গাংনীতে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বাড়ি ঘরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ তুলেছেন মিলন হোসেন। মিলন হোসেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বাসিন্দা।

মিলন হোসেন অভিযোগ করেন, আট কাঠা জমি নিয়ে হামলাকারীদের সাথে দীর্ঘদিন মামলা চলে আসছে। এই মামলার জের ধরে গত ৬ আগষ্ট ভোররাতের দিকে চাচাত ভাই, কাওছার আলীর, খোকন, দেলশাদ, জব্বার, রকিবুল হাসিবুল, রেবেকা, লালভানু, রিপাসহ তাদের লোকজন আমার বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ব্যাপক লুটপাট ও ভাঙচুর করে।

এসময় তারা আমার বাড়ির উঠানে থাকা একটি স্যালোইঞ্জিন চালিত আলগামন, বাইসাইকেল, মোটরসাইকেল, ঘরে থাকা ফ্রীজ, ফ্যান, সাব বাকস, সেলাইমেশিন, ঘরের জানালা দরজা ভাঙচুর, বিদ্যুতের মিটার, ড্রেসিং টেবিল, খাট, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। এছাড়া গ্যাসের চুলা, রাইস কুকার, পেশার কুকার, একটি স্বর্ণের চেইন ও টাকা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।

এসময় ঠেকাতে গেলে আমার ভাই, নাজমুল ইসলাম তার স্ত্রী রেহেনা খাতুন ও বৃদ্ধা মাতা নুছিলা খাতুনকে মারপিট করে। তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে গাংনী থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

৭ বছর পর পরিবার ফিরে পেলো মানসিক প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীর

হারানোর সাত বছর পর প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীরকে কাছে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন স্বজনরা। ভাইকে বুকে টেন নিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন বড় ভাই আব্দুর রহমান।

গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ ও বর্ডারগার্ড বাংলাদেশের সদস্যরা প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীর (৩৫) কে তার স্বজনদের হাতে তুলে দেন।

জাহাঙ্গীর মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার নিলাম্বরপট্টি এলাকার মৃত আমির উদ্দিনের ছেলে।

বড় ভাই আব্দুর রহমান বলেন, ৭ বছর আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানসিক প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীর। মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজন জাহাঙ্গীরকে খুঁজতে সাত বছর পথে পথে ঘুরছিল। অবশেষে সৃষ্টিকর্তার দয়ায় এবং বিজিবি ও পুলিশের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ভাই জাহাঙ্গীরকে আবার ফিরে পেলাম।

তিনি জানান, জাহাঙ্গীরের বয়স এখন ৩৫ বছর। ৭ বছর আগে হারিয়ে যাওয়ার পর সব কিছু ভূলে গেলেও রক্তের বাধন কখনও ছিন্ন হয়নি। স্বজনদের দেখা মাত্রই সে অতি সহজে চিনে নিয়েছে।

আব্দুর রহমান বলেন, সংসারের স্বচ্চলতা ফেরাতে জাহাঙ্গীর কুয়েতে গিয়েছিল। সেখানে দুই বছর থাকার পর মাথায় সমস্যা দেখা দেই। পরে বাড়ি এসে ঢাকাতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল। বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে যাবে ভেবে শিকল পরিয়ে রাখা হতো তাকে। আমি কাজের জন্য বাহারাইন যায়। সেখানে যাওয়ার পর আর ভাইয়ের সাথে দেখা হয়নি। জাহাঙ্গীর স্থানীয় একটি মাদ্রাসাতে হাফেজি পড়েছে। জাহাঙ্গীরকে গ্রহণের সময় বড় ভাবি ফুলবানু নেছা, ভাতিজা মূর্শেদ আলম, গণ্যমান্য ব্যাক্তি পান্নু শেখ উপস্থিত ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের ভাতিজা মূর্শেদ আলম বলেন, চাচা জাহাঙ্গীর সাত বছর

আগে বাড়ি থেকে সবার অজান্তেই বের হয়েছিল। এরপর আর ফিরে আসেননি। আমরা অনেক খোঁজাখুজি করেছি, কিন্তু পাইনি। তার বাবা তাকে খুঁজে না পেয়ে এক সময় মারা যান। এ অবস্থায় গত ১৩ আগষ্ট আমাদের সিঙগাইর থানা পুলিশ আমাদের খোঁজ দেন। পুলিশের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে তাকে নিতে গাংনী থানায় আসি আমরা। সাত বছর পর চাচাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি। এজন্য বিজিবি ও গাংনী পুলিশকেও ধন্যবাদ জানাই।

৪৭ বিজিবির খাঁসমহল বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার শাহাবুদ্দিন জানান, গত (১১ আগষ্ট) দিবাগত রাত সাড়ে আটটার দিকে গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী খাঁসমহল গ্রামের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৮ এর ৪ এস নিকট সন্দেহতীতভাবে ঘোরাফেরা করার সময় বিজিবির একটি টহল টিম আটক করে তাকে। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সে কোনো কথা বলেনি। পরে গাংনী থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, প্রথমে তাকে জেল পলাতক কোনো দাগী আসামি ভাবা হয়েছিল। পরে তার দেওয়া তথ্য নিশ্চিত করতে মানিকগঞ্জের সিংগাইর থানার সাথে যোগাযোগ করা হয়। ওই থানা পুলিশ এলাকায় গিয়ে বিস্তারিত শুনে ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে নিশ্চিত হন সে একজন মানসিক প্রতিবন্ধী। পরে পরিবারের লোকজন ও ওই এলাকার গণমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মেহেরপুর ও গাংনীতে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি পালন

ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যার অভিযোগে সদ্য পদত্যাগি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার দলের নেতাকর্মীদের বিচারের দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচি পালন কররা হয়েছে। একই সময়ে গাংনী উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

গতকাল বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে ও গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন

করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের সভাপতিত্ব অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা তাঁতি দলের সভাপতি আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির প্রমুখ।

এদিকে আওয়ামী লীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে গাংনীতে বিএনপি, কৃষকদল, যুবদল ও ছাত্রদলের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে গণজমায়েত কর্মসূচি পালন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজে আওয়ামী লীগে সরকারের ছত্রছায়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন শাখায় পদ সৃষ্টি করে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে প্রায় কোটি টাকা বানিজ্য করেন প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ক্ষমতার দাপটে অনেক অভিযোগ শিক্ষক আফজাল হেসেন আমলে নেননি।

টাকা ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে গাংনী শহরে একাধিকবার লাঞ্চিত হন প্রধান শিক্ষক। পরে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে গেলেও খোভ দানা বাধতে

থাকে প্রতারিত ভুক্তভোগী শিক্ষকদের মধ্যে।

অবশেষে প্রতারিত ও ভুক্তভোগী শিক্ষকরা বুধবার দপুর ১২ টায় প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের বাড়ীতে শিক্ষকরা টাকা ফেরতের দাবীতে অবস্থান কর্মসৃচি পালন করেছেন।

সহকারী শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন আমাদের ভুয়া নিয়োগ দিয়েছেন । সরকারী কর্মকর্তাদের ভুয়া স্বাক্ষর করে আমাদের হাতে দিয়েছেন। ২০১৪ সাল থেকে আমাদের বেতন ভাতা হয়নি। আমারা টাকা ফেরত চাইলে আজ কাল করে ঘুরাতে থাকে। আমারা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দেবো।

সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে বিদ্যালয়ের বিশেষ কমিটি ক্ষমতার বলে টাকার বিনিময়ে গোপনে ৯ জন সহকারী শিক্ষককে অবৈধভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মোট ২৮ জন সহকারী শিক্ষক অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন ভুয়া নিয়োগের মাধ্যমে কোটি টাকা বানিজ্য করেছেন বলে অভিযোগ তোলেন ভুক্তভোগী শিক্ষকরা।

এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। পরে ম্যাসেজ দিয়েও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক বলেন বিষয়টি আমি শুনেছি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এছাড়াও নিতি আরও বলেন, ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের ৮ জন সহকারী শিক্ষককের বেতন শিটে স্বাক্ষর না করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য সহকারী শিক্ষকদের নিয়োগ ফাইল তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে

তালা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুসহ বিএনপি নেতা কর্মীরা। আজ বুধবার দুপুরে কার্যালয়ে তালা লাগানোর এ ঘটনা ঘটে।

আসাদুজ্জামান বাবলু জানান,দীর্ঘদিন যাবৎ অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয় পরিচালনা করে আসছেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। সরকারের টাকায় কাজ বাস্তবায়ন না করে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ছাত্রদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এবং আন্দোলনে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের আত্মীয় স্বজনদের নানাভাবে হুমকি দিয়েছেন।

শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ায়র পরও আবার ১৫ আগস্ট পালনের জন্য আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করছেন এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারে বসে দলীয় কাজ পরিচালনা করছেন। যা জনগনের কাম্য না।

এসময় বিএনপির নেতাকর্মীরা অভিযোগ করে বলেন, আওয়ামী লীগের সরকারের সময় বিএনপি নেতা কর্মিদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে আসছেনএম এ খালেক।

মিথ্যা মামলায় জর্জরিত অত্যাচারিত নির্যাচিত, নিপিড়ীত বিএনপি, ছাত্রদল যুবদল কৃষকদলের নেতা কর্মীরা অনিয়মের প্রতিবাদে কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছে বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন আসাদুজ্জামান বাবলু ।

এ সময় জেলা যুব দলের সভাপতি মাহাবুব,,৪ নং ওয়া্রড বিএনপির সভাপতি এনামুল হকসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক বলেন, আমি অফিসে ছিলাম না। বর্তমান সরকার সরকারি সব অফিসের কার্যক্রম সাভাবিক ভাবে চালানোর জন্য বলেছেন। সে জন্য অফিস খোলা ছিল। পরে বিএনপির নেতাকর্মীরা অফিস খুলতে নিষেধ করে গেছেন। এতে জনগনের সেবা বিগ্নীত হবে। তিনি আরও বলেন ১৫ আগস্ট পালনে বাধা ও ভীতি প্রদর্শনের জন্যই বিএনপির

গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

“সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার জনগোষ্ঠীই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ছাত্র- জনতার ঐতিহাসিক বিজয় উৎযাপন ও শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আহবানে গাংনীতে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় পিএফজি, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, ইয়ুথ এ্যান্ডিং হাঙ্গার ও কন্যা শিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম এই মানববন্ধনের আয়োজন করে।
সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর মেহেরপুর জেলা শাখার সাধার সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, সাংস্কৃতিক কর্মী আজিজুল হক রানু প্রমুখ।

মেহেরপুর আহমেদ আলী টেকনিক্যাল কলেজের প্রভাষক রফিকুল আলম বকুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, করমদি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, সমাজসেবক আব্দুর রব প্রমুখ।

মানববন্ধনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ অংশ নেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, এই দেশ আমাদের সকলের। এই দেশে সহযোগিতা, সহমর্মিতার সাথে এক হয়ে হিন্দু মুসলিম, বৈদ্য খ্রীষ্টান বাস করে আসছি। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যেনে সকলের তরে সকলে আমরা নীতিতে থাকতে পারি। তিনারা বলেন, কারো বিজয়

উৎযাপনের ভাষা যেন সহিংসতা, লুটপাট বা ধ্বংসযজ্ঞ না হয়। কেউ যেনো নিজের হাতে আইন তুলে না নেই। দূর্বৃত্তদের দ্বারা ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ আক্রান্তদের রক্ষা করেন ও তাঁদের পাশে দাঁড়ান। প্রাণহানীসহ রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত সম্পদ (বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) ধ্বংসের যে কোনো উদ্যোগ রুখে দাঁড়ান। মন্দিরসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

গাংনীতে মূল নকসা বাদ দিয়ে সড়ক নির্মাণের চেষ্টা

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর খামখেয়ালিপনায় প্রায় সাত শ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মাণাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কটি মুল নকসা বাদ দিয়ে যেনোতেনোভাবে নির্মাণের পায়তারা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কটি মুল নকসা অনুয়ায়ী করার দাবি জানিয়েছেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম।

গত শনিবার (৩ আগস্ট) রাতে এই প্রতিবেদকের সাথে একান্ত স্বাক্ষাতকারে এ দাবি জানান তিনি।

তিনি বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কটি নির্মাণে সরকার প্রায় সাত শ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। সাত শ কোটি টাকা ব্যায়ের সড়ক ও জনপথের যায়গার উপর মুল নকসা অনুযায়ী আঞ্চলিক এই মহাসড়কটি নির্মাণ না হলে এই অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এছাড়া বেহায়েত হয়ে থাকবে সড়ক ও জনপথের জমি। কি আছে মুল নকসা?

গাংনী মহিলা কলেজ মোড় থেকে হাটবোয়ালিয়া রাস্তার সংযোগ সড়ক। মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া রাস্তা চার লেন সড়ক এবং কুষ্টিয়া থেকে হাটবোয়ালিয়া রাস্তার সংযোগ সড়ক। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া এবং

সার্ভেয়ার গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারের পাশে কলেজ শিক্ষক কামরুল ইসলামের জমি অবৈধভাবে দখল করে রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা চালান। পরে জমির মালিক কামরুল ইসলাম এই তিনজনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। পরে কামরুল ইসলামের যায়গা ছেড়ে দিয়ে সড়ক বিভাগের নিজস্ব যায়গায় রাস্তা নির্মাণ করছেন। মামলাটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিমত সড়ক ও জনপথ বিভাগের খামখেয়ালিপনা বন্ধ করে তাদের নিজস্ব জমির উপর দিয়ে সাত শ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মাণাধীন রাস্তাটির কাজ সম্পন্ন করুক। নাহলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে এলাকাবাসি।